জেলা বিএনপির উদ্দ্যোগে মহান বিজয় দিবস পালন

“মহান বিজয় দিবস-২০২০ হোক শৃংখল মুক্তির” এই অঙ্গীকারে আলোচনা সভা, বর্নিল শোভাযাত্রা, শহীদ স্মৃতিসৌধে পুস্পমাল্য অর্পণ সহ বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করেছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি।

আজ বুধবার সকাল ১০টায় মেহেরপুর জেলা বিএনপি কার্যালয় প্রাঙ্গনে পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আব্দুর রহমান, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডঃ মারুফ আহমেদ বিজন, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি শেখ সাঈদ আহমেদ, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারন সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক আরজুল্লাহ মাস্টার বাবলু, প্রমুখ।

আলোচনা সভা শেষে পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের নেতৃত্বে বর্ণিল বিজয় শোভাযাত্রা শহর প্রদক্ষিন করে মেহেরপুর সরকারি কলেজ মোড়স্থ শহীদ স্মৃতিসৌধে পুস্মমাল্য অর্পণ করা হয়।

আলোচনা সভা, শোভাযাত্রা ও পুস্পমাল্য অর্পণ কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির দপ্তর সম্পাদক আবু সুফিয়ান হাবু, মেহেরপুর পৌর বিএনপির সহ-সভাপতি হাজী ফজলু খান, পৌর বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক মনিরুল ইসলাম মনি, পৌর বিএনপির সহ-সভাপতি হাবিব ইকবাল, জেলা বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক শাহাবুদ্দিন মোল্লা,

সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলী ভুট্টো, পৌর বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক আবু ইউসুফ মিরন, পৌর বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক হাফিজুর রহমান হ্যাপি, জেলা মুক্তিযোদ্ধা দলের আহবায়ক রাইহানুল কবীর, জেলা যুবদল সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি তোফায়েল আহমেদ, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারন সম্পাদক আজমল হোসেন মিন্টু,

জেলা জাসাস এর আহবায়ক প্রভাষক মাহফুজুর রহমান অশেষ, জেলা জাসাস এর সদস্য সচিব বাকাবিল্লাহ, সদর উপজেলা যুবদলের আহবায়ক লিয়াকত আলী, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের আহবায়ক আবুল হাসান, জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি তৌফিক এলাহী সাকিল, সদর উপজেলা ছাত্রদলের আহবায়ক

বখতিয়ার খালিদ বুলবুল, সদস্য সচিব রাশেদুল ইসলাম রাজন, মেহেরপুর সরকারী কলেজের আহবায়ক ফাহিম আহনাফ লিংকন, পৌর ছাত্রদলের আহবায়ক তৌফিক এলাহী সহ অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

যথাযোগ্য মর্যাদায় মেহেরপুরে মহান বিজয় দিবস পালিত

যথাযোগ্য মর্যাদায় মেহেরপুরে মহান বিজয় দিবস পালিত হয়েছে। সূর্যোদয়ের সাথে সাথে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মেহেরপুর শহীদ স্মৃতিসৌধ পুষ্পমাল্য অর্পণ করার পর সেখানে জাতীয় সংগীতের সুরে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দিবসটি পালন করা হয়। করোনা ভাইরাসের কারণে মহান স্বাধীনতা দিবসের ন্যায় মহান বিজয় দিবসেও সীমিত আকারে পালিত করা হয়।

সকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে শহীদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়। মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ড. মো: মুনসুর আলম খান জেলাবাসীর পক্ষে পুস্পমাল্য অর্পণ করেন।

এরপর সেখানে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের পক্ষে ও জেলা প্রশাসক ড. মুহাম্মদ মুনসুর আলম খান পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন। পর্যায়ক্রমে জেলা পুলিশের পক্ষে পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলি পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন।

পরে সেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। এ সময় পুলিশের একটি চৌকস দল গার্ড অব অনার প্রদান করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তৌফিকুর রহমান, (রাজস্ব) আবু সাঈদ, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক মৃধা মো: মুজাহিদুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিরুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (হেডকোয়াটার) এফএম ফয়সাল সহ প্রশাসনিক অন্যান্য কর্মকর্তাগণ।

এদিকে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে শহীদ স্মৃতি বেদীতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়।

সকাল থেকে মেহেরপুর জেলা মুক্তিযোদ্ধাগণ, মেহেরপুর সরকারি কলেজ মেহেরপুর, সরকারি মহিলা কলেজ, সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ, এনজিও সমিতি, ডাক্তার লীনা ডাক্তার তাহের ম্যাটস,মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমী, জাতীয় মহিলা সংস্থা, মেহেরপুর স্বাস্থ্য বিভাগ, সোনালী ব্যাংক, কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে পুস্পমাল্য অর্পণ করা হয়।

জেলা আওয়ামী লীগের মহান বিজয় দিবস পালন

বর্ণাঢ্য র্যালী, পুষ্প মাল্য অর্পণের মধ্য দিয়ে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে মহান বিজয় দিবস পালন করা হয়েছে।

আজ বুধবার সকালে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে র্যালী বের করা হয়।

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের বাসভবনের সামনে থেকে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেকের নেতৃত্বে র্যালিটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে কলেজ মোড়ে শহীদ স্মৃতি বেদীতে পুষ্প মালা অর্পণ করেন। এ সময় সেখানে মোনাজাত করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিরেন, সাবেক সংসদ সদস্য মকবুল হোসেন, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, যুগ্ম সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম শাহীন, পিপি পল্লব ভট্টাচার্য, কেন্দ্রীয় যুব মহিলা লীগের সদস্য শামীম আরা হীরা, বুড়িপোতা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শাহজামান, কুতুবপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ইদ্রিস আলী, অতিরিক্ত পিপি কাজি শহীদ, জেলা যুব মহিলা লীগের সভানেত্রী সামিউন বাসির পলি সহ আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান গবেষণায় ৫ম স্থানে ইরান!

আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে ৫ম স্থানে রয়েছে ইরান। এছাড়া, বৈজ্ঞানিক উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে দেশটি বর্তমানে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে। মঙ্গলবার ইরানের বিজ্ঞান, গবেষণা ও প্রযুক্তিমন্ত্রী মানসুর গোলামি এ তথ্য জানান।

নির্বাচিত কয়েকজন বিজ্ঞান গবেষক ও প্রযুক্তিবিদকে দেওয়া সম্মাননা অনুষ্ঠানে একথা বলেন তিনি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ইরানের অবস্থানেরও প্রশংসা করেন মন্ত্রী।

মানসুর গোলামি বলেন, বিশ্বে যেসব দেশ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছে বহু বছর ধরে ইরান তাদের মধ্যে রয়েছে। তবে এই অবস্থান ধরে রাখতে হলে বিজ্ঞান, গবেষণা ও প্রযুক্তি খাতকে সর্বাত্মক সমর্থন দিতে হবে।

ইরানের এ মন্ত্রী বলেন, “আজকে দেশে যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পার্ক গড়ে উঠেছে তা এখন গর্ব ও আশার উৎস। এই পার্ক দেশের নানাবিধ সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এখন আমরা গর্বের সঙ্গে দাবি করতে পারি যে, জ্ঞানের ধারা তৈরি, সেগুলোকে প্রযুক্তি খাতে ব্যবহার ও সম্পদ অর্জনের জন্য বিজ্ঞানকে কাজে লাগাতে সক্ষম হচ্ছি আমরা।”

ধর্মীয় মূল্যবোধ সমুন্নত রেখে দেশের উন্নয়ন হবে:

প্রধানমন্ত্রী

ধর্মীয় মূল্যবোধ সমুন্নত রেখে এ দেশের মানুষ প্রগতি, অগ্রগতি এবং উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবেন বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

তিনি বলেন, এ দেশে ধর্মের নামে আমরা কোন ধরনের বিভেদ-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে আমরা দেব না। ধর্মীয় মূল্যবোধ সমুন্নত রেখে এ দেশের মানুষ প্রগতি, অগ্রগতি এবং উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবেন।

মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় জাতির উদ্দেশে দেয়া এক ভাষণের শুরুতেই তিনি এসব কথা বলেন। ওই ভাষণটি বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি), বাংলাদেশ বেতার এবং বেসরকারি টিভি চ্যানেল ও রেডিও এক যোগে সম্প্রচার করা হয়।

শেখ হাসিনা বলেন, জাতির পিতা শুধু একজন খাঁটি মুসলমানই ছিলেন না, তিনি ধর্মীয় আচারাদি নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিপালন করতেন। তাঁর মতো আর কে বাংলার মানুষের মন-মনন-আকাঙ্ক্ষা বুঝতে পারতো! তাই তিনি যখন সংবিধান রচনা করেন, তখন মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র
– এই চারটি মৌলিক বিষয়কে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ৭৫-পরবর্তী মুক্তিযুদ্ধের আদর্শবিরোধী সরকারগুলো মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত মূল্যবোধগুলোকে জলাঞ্জলি দিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতায় নিজেদের আসন চিরস্থায়ী করার পদক্ষেপ করে।

তিনি বলেন, সামরিক জান্তা সঙ্গীনের খোঁচায় সংবিধানকে ক্ষতবিক্ষত করে। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ধারাবাহিক অপপ্রচার চালিয়ে, ইতিহাস বিকৃত করে আওয়ামী লীগ এবং বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে কালিমা লেপনের চেষ্টা করে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান- সকল ধর্মের-বর্ণের মানুষের রক্তের বিনিময়ে এ দেশ স্বাধীন হয়েছে। এ বাংলাদেশ লালন শাহ, রবীন্দ্রনাথ, কাজী নজরুল, জীবনানন্দের বাংলাদেশ। এ বাংলাদেশ শাহজালাল, শাহপরান, শাহ মাখদুম, খানজাহান আলীর বাংলাদেশ। এই বাংলাদেশ শেখ মুজিবের বাংলাদেশ; সাড়ে ষোল কোটি বাঙালির বাংলাদেশ। এ দেশ সবার।

বঙ্গবন্ধুকন্যা বলেন, আবার ৫০ বছর আগের অবস্থায় ফিরে নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখছে। রাজনৈতিক মদদে সরকারকে ভ্রুকুটি দেখানোর পর্যন্ত ধৃষ্টতা দেখাচ্ছে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের মানুষ ধর্মপ্রাণ, ধর্মান্ধ নয়। ধর্মকে রাজনীতির হাতিয়ার করবেন না। প্রত্যেককে নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকার রয়েছে।

শেখ হাসিনা বলেন, আমার সরকার ধর্মীয় শিক্ষা প্রচার এবং প্রসারে যত কাজ করেছে, অতীতে কোনো সরকারই তা করেনি। আমরা ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছি। ৮০টি মডেল মাদ্রাসায় অনার্স কোর্স চালু করা হয়েছে। কওমি মাদ্রাসাকে স্বীকৃতি দিয়েছি এবং দাওয়ারে হাদিস পর্যায়কে মাস্টার্স মান দেওয়া হয়েছে। মাদ্রাসার শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের জন্য বিশেষ বরাদ্দ দিয়েছি।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, প্রতিটি জেলা-উপজেলায় দৃষ্টিনন্দন মসজিদ নির্মাণ করা হচ্ছে। ইমাম- মোয়াজ্জিনদের সহায়তার জন্য কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করে দিয়েছি। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আওতায় সারা দেশে মসজিদ-ভিত্তিক পাঠাগার স্থাপন করা হয়েছে। লক্ষাধিক আলেম-ওলামায়ে কেরামের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তথাপি ১৯৭১’র পরাজিত শক্তির একটি অংশ মিথ্যা, বানোয়াট, মনগড়া বক্তব্য দিয়ে সাধারণ ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের বিভ্রান্ত করতে ইদানিং মাঠে নেমেছে। সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করতে চাচ্ছে।

মুজিববর্ষের মেয়াদ বাড়ল

করোনাভাইরাসের কারণে গ্রহণ করা কর্মসূচিগুলো নির্ধারিত সময়ে যথাযথভাবে করতে না পারায় মুজিববর্ষের মেয়াদ প্রায় ৯ মাস বাড়ানো হয়েছে।

এ সময়কাল ২০২০ সালের ১৭ মার্চ থেকে বাড়িয়ে ২০২১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত করা হয়েছে।

সোমবার এক প্রজ্ঞাপন জারি করেছে এ তথ্য দিয়েছে মন্ত্রিপরিষদ

বিভাগ। পরে প্রজ্ঞাপনটি গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়।

এতে বলা হয়েছে, স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের লক্ষ্যে সরকার ২০২০ সালের ১৭ মার্চ থেকে ২০২১ সালের ২৬ মার্চ সময়কে মুজিববর্ষ হিসেবে ঘোষণা করে। মুজিববর্ষ উদযাপনের লক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচিগুলো কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারির কারণে নির্ধারিত সময়ে যথযাথভাবে করা সম্ভব হয়নি। সে কারণে সরকার মুজিববর্ষের সময়কাল ২০২০ সালের ১৭ মার্চ থেকে ২০২১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বর্ধিত ঘোষণা করা হল।

প্রসঙ্গত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তার শততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ‘মুজিববর্ষ’পালনের উদ্যোগ নেয় সরকার।

কিন্তু চলতি বছরের মার্চ মাসে দেশে করোনা মহামারী দেখা দিলে ভাইরাসটির সংক্রমণ রোধে গত ২৬ মার্চ থেকে ৩০ মে পর্যন্ত টানা ৬৬ দিন দেশে সাধারণ ছুটি পালিত হয়। যে কারণে এই সময়ের মধ্যে মুজিববর্ষের জন্য গৃহীত নানা কর্মসূচি পালন করা যায়নি।

আলমডাঙ্গায় যথাযথ মর্যাদায় বিজয় দিবস পালিত

আলমডাঙ্গায় নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে মহান বিজয় দিবস। করোনাভাইরাসের কারণে কর্মসূচিতে এসেছে কিছুটা পরিবর্তন। বন্ধ করা হয়েছে কুচকাওয়াজসহ নানা অনুষ্ঠান। বিজয়ের প্রথম প্রহরে ৩১ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে দিনের সূচনা করা হয়।

বুধবার সকালে হাইরোডে মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সে অবস্থিত স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন উপজেলা নির্বাহি অফিসার লিটন আলি, আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার সুলতান জোয়াদ্দার, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সালমুন আহমেদ ডন,

মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু, উপজেলা সহকারী কমিশনার ভুমি, আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আলমঙ্গীর কবির,থানার ওসি তদন্ত মাসুদুর রহমান।

এরপর বীর মুক্তিযোদ্ধা, আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। দোয়া ও মোনাজাত শেষে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও সালাম গ্রহণ করেন উপজেলা নির্বাহি কর্মকর্তা ও থানার ওসি।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ আসছে ১০ জানুয়ারি, খেলবে ২ টেস্ট ও ৩ ওয়ানডে

]প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের কারণে দীর্ঘ বিরতির পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরছে বাংলাদেশ। জানুয়ারিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সফরের মধ্য দিয়ে এই অপেক্ষার অবসান হতে যাচ্ছে।

অবশেষে সফর সংক্ষিপ্ত করে দুই টেস্ট ও তিন ওয়ানডে খেলতে আগামী ১০ জানুয়ারি বাংলাদেশে আসছে ক্যারিবিয়ানরা।

কোয়ারেন্টাইন শেষে ২০ জানুয়ারি ওয়ানডে দিয়ে শুরু হবে দুই দেশের ক্রিকেটীয় লড়াই। শেষ দুটি ওয়ানডে ২২ ও ২৫ জানুয়ারি। প্রথম দুই ম্যাচ মিরপুরে হলেও শেষটি হবে চট্টগ্রামে।

বন্দরনগরীতেই শুরু হবে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ। প্রথম টেস্ট ৩ ফেব্রুয়ারি। ১১ ফেব্রুয়ারি শেষ টেস্ট খেলতে ঢাকায় ফিরবে দুই দল।

প্রাথমিক সূচি অনুযায়ী তিনটি করে টেস্ট ও ওয়ানডে এবং দুটি টি-টোয়েন্টি খেলার কথা ছিল। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অংশ হলেও দুই বোর্ডের আলোচনার প্রেক্ষিতে একটি ম্যাচ কমানো হয়েছে।

সঙ্গে বাতিল করা হয়েছে টি-টোয়েন্টি সিরিজ।

টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ম্যাচ নিয়ে বিসিবির প্রধান নির্বাহী নিজামউদ্দিন চৌধুরী বলেন, “টেস্ট ম্যাচ কমলেও পয়েন্টে প্রভাব পড়বে না। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ দুই টেস্ট করে হিসাব করা হবে।”

এছাড়া টি-টোয়েন্টি সিরিজ নিয়ে তার ভাষ্য, “বর্তমান পরিস্থিতিতে টি-টোয়েন্টি সিরিজ নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। উভয় বোর্ডই পরে কোনও এক সুবিধাজনক সময়ে টি-টোয়েন্টি সিরিজটি খেলায় সম্মত হয়েছে।”

জাতীয় স্মৃতিসৌধে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে শ্রদ্ধা নিবেদন

বিজয় দিবসে সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে সামরিক সচিবরা শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে ভোর ৬টা ৩৪ মিনিটে ৩১বার তোপধ্বনির মাধ্যমে শুরু হয় বিজয় দিবসের আনুষ্ঠানিকতা। তবে করোনা পরিস্থিতির কারণে এবার বিজয় দিবসের কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হবে না।

পর্যায়ক্রমে জাতীয় স্মৃতিসৌধে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এরপর জাতীয় সংসদের স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, প্রধান বিচারপতির পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

একে একে রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিভিন্ন সংগঠন, সরকারি-বেসরকারি দপ্তর, সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকেও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন চলছে।

গভীর রাতে বিএনপি নেতা ইশরাক হোসেনের বাসভবনে হামলা

বিএনপি নেতা ইঞ্জিনিয়ার ইশরাক হোসেনের গোপিবাগের বাসভবনে হামলা চালিয়েছে দুর্বৃত্তরা। মঙ্গলবার দিবাগত রাত ৩ টার দিকে এ হামলার ঘটনা ঘটে।

এসময়, বাসায় তেমন কোন লোকজন না থাকায় হতাহতের ঘটনা না ঘটলেও বাসভবনের গ্লাস ভাঙচুর করা হয়েছে। ইট পাটকেল নিক্ষেপ করে বাসার গ্লাস ও বাসার সামনের পোস্টার ও ফেস্টুন ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে।

তবে, কে বা কারা হামলা চালিয়েছে এ বিষয়ে স্পষ্টভাবে কিছু জানা না গেলেও প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে এসেছিল হামলাকারীরা।

তারা বলছেন, আনুমানিক রাত ২ টার পরপরই প্রায় ১ থেকে দেড়’শ মোটর সাইকেলের বহর আসে গোপীবাগের ২য় লেনে। এরপর সেখান থেকেই আকস্মিকভাবে হামলা চালায় তারা।

এ সময় ইট পাটকেল ও দেশীয় অস্ত্রে সজ্জিত হামলাকারীরা হেলমেট পড়া অবস্থায় থাকায় তাদের চেনা যায়নি বলেও জানান তারা।

হামলার সময় ইশরাক হোসেন এ বাসায় ছিলেন না।